দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 10 2001

মোহাম্মদপুরে ৪টি মাদ্রাসা এখন বিরানভূমি ঃ জনমনে ক্ষোভ ঃ থমথমে পরিস্থিতি

অলিউল্লা নোমান ॥ রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ৪টি মাদ্রাসা এখন বিরান। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের বইপত্র ও আসবাবপত্র যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। গেটে তালা ঝুলছে। মাদ্রাসাগুলোর বাইরে রয়েছে পুলিশ পাহারা। পুলিশ গত এক সাপ্তাহ যাবত এই মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে রেখেছে। মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করার আগে পুলিশ ছাত্রদের পাইকারীভাবে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। এছাড়া ছোট ছোট ছাত্রদের বের করে দিয়েছে তাদের আবাসিক ভবন থেকে। বের করে দেয়ার সময় বলে দিয়েছে, "তামরা আর এখানে এসো না, এই মাদ্রাসাগুলো আর চলবে না।"

স্থানীয় নূর মসজিদে পুলিশের প্রহরায় গতকাল (শুক্রবার) জুমার নামাজ আদায় করা হয়েছে। জুমার নামাজের সময় মসজিদের সামনের রাস্তায় ও আশপাশে বিপুল সংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন ছিল। মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেয়ায় জনমনে ক্ষোভ ও এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। ওলামা-মাশায়েখের সমন্বয়ে গঠিত ইসলামী আইন বাস্তবায়ন পরিষদের ডাকে গত শনিবার সকাল-সন্ধ্যা হরতালের সময় মোহাম্মদপুরে একটি মসজিদে একজন পুলিশ নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও সরকারী দলের স্থানীয় নেতাকর্মীরা ঘোষণা দিয়ে এই মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেয়। পুলিশ ও সরকারী দলের স্থানীয় নেতাকর্মীরা নূরানী তা'লীমুল কোরআন বোর্ড বাংলাদেশ জামেয়া মোহাম্মদিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা, জামেয়া রহমানিয়া আরাবিয়া হাকিকিয়া মাদ্রাসা ও মসজিদে

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

মোহাম্মদপুরে ৪টি মাদ্রাসা এখন বিরাণভূমি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোবা সংলগ্ন মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়। ঢাকা শহরের অন্যান্য মাদ্রাসার ছাত্ররাও ভয়ে মাদ্রাসা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ প্রতিদিনই ঢাকা শহরের মাদ্রাসাগুলোতে গিয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের রাস্তায় না বের হওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে।

গতকাল শুক্রবার মোহাম্মদপুরের নূর মসজিদে সরকারী দলের নিয়োগপ্রাপ্ত একজন ইমাম জুমার নামাজ পড়িয়েছেন। স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলতে চাইলে ভয়ে কেউ মুখ খুলতে চায় না। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন মুসল্লি বলেন, জামেয়া মোহাম্মাদিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসাটি দখলের জন্য দীর্ঘদিন থেকে এখানে স্থানীয় প্রভাবশালী একটি চক্রের সাথে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্ব লেগেছিল। গত শনিবার হরতালের দিন হরতাল সমর্থক ওলামা-মাশায়েখের মিছিলে পুলিশের সাথে স্থানীয় চিহ্নিত সন্ত্রাসীরাও হামলা চালায়। দিশেহারা হয়ে মিছিলকারীরা মসজিদে আশ্রয় নিলে সেখানেও তাদের রেহাই দেয়া হয়নি। পুলিশ ও সন্ত্রাসীরা মিলে মসজিদে আক্রমণ করে মাদ্রাসা ছাত্রদের লাঠিপেটা করে ধরে এনে লাথি মারতে মারতে পুলিশের গাড়িতে তুলছিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, পুলিশের টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও মারপিটে এসময় ঐ এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

নূরানী তা'লিমুল কোরআন মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের ছাত্র সাইদুর রহমান (১২) বলেন, হরতালের দিন রাস্তায় কি হচ্ছিল তা আমরা জানতাম না। মাদ্রাসার রুটিন অনুযায়ী সকাল ১০টায় ছাত্ররা ঘুমিয়ে ছিল। প্রায় সাড়ে ১০টায় রাস্তায় হৈ চৈ শুনে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তবে এসময় মাদ্রাসার প্রধান গেট বন্ধ থাকায় বাইরে কি হচ্ছিল তা তারা দেখতে পায়নি বলে জানায়। তারপরও পুলিশ এদিন মাদ্রাসাটি ঘেরাও করে বড় ছাত্রদের ধরে নিয়ে গেছে। এদিকে এই ৪টি মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ায় ৫ শতাধিক ছাত্র ও অভিভাবকরা এখন দিশেহারা। মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষকরা পুলিশের গ্রেফতারের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ছাত্রদের।

নূরানী তা'লিমুল কোরআন বোর্ড মাদ্রাসার একজন ছাত্রের অভিভাবক এ প্রতিবেদককে জানান, তার ছেলে এখানে হেফজ বিভাগে পড়তো। মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রতি তার কোন অভিযোগ নেই বলে তিনি জানান। মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেয়ায় বছরের মাঝখানে ছেলেদের আবার কোথায় ভর্তি করবেন তা নিয়ে অভিভাবকগণ উদ্বিগ্ন। মাদ্রাসার পাশে অবস্থিত স্থানীয় কাঁচাবাজারের একাধিক ব্যবসায়ী ও অভিভাবকবৃন্দ মাদ্রাসাগুলো অবিলম্বে খুলে দেয়ার দাবী জানান।